তথ্যববিরণী নম্বর : ৪১৯৮

**বিএনপি যে দুঃখ-কষ্টের বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল তা আজকে আর নেই**

**--- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) :

বিএনপি যে দুঃখ-কষ্টের বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল সেই দুঃখ-কষ্টের বাংলাদেশ আজকে আর নেই বলে মন্তব্য করেছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক।

ঈদের পর প্রথম কর্মদিবসে আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে মন্ত্রী একথা বলেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঈদ মানুষের কষ্টে কেটেছে বলে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভীর মন্তব্য প্রসঙ্গে নানক বলেন, রুহুল কবির রিজভী সাহেবরা যে কথা বলেন তারা সে বাংলাদেশ দেখতে অভ্যস্ত। আজকে বাংলাদেশ এমন এক জায়গায় গেছে যে পেছনে তাকানোর সময় নেই। আজকে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আজকে বিশ্ব হাতের নাগালের মধ্যে। কাজেই রুহুল কবির রিজভী সাহেবরা যে দুঃখ-কষ্টের বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলেন সেই দুঃখ-কষ্টের বাংলাদেশ আজকে আর নেই। আজকের বাংলাদেশ একটি সুন্দর বাংলাদেশ, হাস্যোজ্জ¦ল বাংলাদেশ। রুহুল কবির রিজভী সাহেবরা যে যত স্বপ্নই দেখুক সে স্বপ্ন পূরণ হবে না। বাংলাদেশ আর পেছনে তাকাবার বাংলাদেশ নেই।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নানক জানান, আমরা গ্রামের মানুষ। আমরা যারা সরকারের লোক এবং সরকারে রয়েছি, আমরা কিন্তু রমজানের আগেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। রমজানের আগেই বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ছিলাম। আমার নির্বাচনী এলাকা মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরে বাংলা নগরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সুলভ মূল্যে কেনাকাটার ব্যবস্থা করেছিলাম। ঢাকার মানুষ যে বাজার পরিস্থিতির মুখোমুখি ছিল মফস্বলের মানুষ কিন্তু সেই পরিস্থিতির মুখে ছিল না। ঢাকা শহরে এক পরিস্থিতি, মফস্বলে আরেক পরিস্থিতি। তৃণমূল কৃষক যে দামে বিক্রি করে ভোক্তার কাছে এসে তা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এটা আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি।

তাহলে কি সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেননি- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সিন্ডিকেট একটা পপুলার শব্দ। সিন্ডিকেট আমার কাছে মনে হয়েছে বড় ব্যাপার। তবে সিন্ডিকেট কাঁচাবাজারের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। মাঝখানে যারা, ভোক্তা যাদের কাছে মালামালটা কেনে সেখানে নিয়ন্ত্রণ হওয়া দরকার। সে কাজটা সরকার করবে, সেটা সরকারের দায়িত্ব। আমরা যারা সরকারে আছি আমাদের দায়িত্ব। সুলভ মূল্যের বাজারের কারণে ঢাকা শহরে ১৫ রোজার পরে জিনিস পত্রের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে এসেছে। জিনিসপত্র, কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ দুটি বড় উৎসব পালন করলো। ঈদুলফিতরের পর বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন করেছে। দুটি উৎসব মানুষ আনন্দের মধ্যে দিয়ে পালন করেছে। ধন্যবাদ জানাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সবাইকে।

#

মাহমুদুল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪১৯৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমকি ৭৮ শতাংশ। এ সময় ২৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ২০৮ জন।

#

দাউদ/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৯৬

**পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে**

**-- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে চ্যালেঞ্জের মাত্রা অনেক বেশি হলেও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। মানুষের আশার জায়গা নষ্ট করা যাবে না। জনগণ কোনো অভিযোগ দিলে দ্রুততম সময়ে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারি কর্মসূচিগুলো যাতে পরিবেশবান্ধবভাবে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধ এবং পরিবেশ সম্মত উপাদানে ব্যানার ফেস্টুন তৈরি বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশবান্ধব পৌরসভা, জিরো ওয়েস্ট ভিলেজ বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয় আগামী বছর ২০২৫ এ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পদূনি) তপন কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

দীপংকর/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪১৯৫

**সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উদীচীর অনুষ্ঠান করা ও**

**নেতিবাচক বিবৃতি দেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক**

**--তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল):

জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকারের জারি করা নির্দেশনা উপেক্ষা করে উদীচীর অনুষ্ঠান করা ও নেতিবাচক বিবৃতি দেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পহেলা বৈশাখে উদীচীর অনুষ্ঠান করা ও এ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়া প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরো বলেন, সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা পহেলা বৈশাখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে নির্দেশনা জারি করেছিল সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করা ছিল হঠকারী ও দুঃখজনক। তাদের এই আচরণে সরকার খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত।

জনাব আরাফাত আরো বলেন, পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে এবং যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং অনেকে পঙ্গু হয়েছে। হলি আর্টিজান, শোলাকিয়া ময়দান ও সিলেটে ঈদের জামাতের জঙ্গি হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের কয়েকজন সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং জনগণের জীবন বাঁচিয়েছেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সবসময় সতর্ক থাকায় নিকট অতীতে বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি হামলা বা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতে পারেনি। এই বিষয়ে সরকার সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৩ সালে ১৪০০ বঙ্গাব্দে, বাংলা শতবর্ষ বরণ করার সময় বেগম খালেদা জিয়া সরকার বাধা দিয়েছিল। তাদের বাধা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তাজনিত নয় বরং বাঙালির সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক এই উৎসবকে নিরুৎসাহিত করা। বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে মুক্তিযু্দ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল সংগঠনসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা আমরা সকলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেছিলাম।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। আশা করব এক্ষেত্রে সবাই সবসময় সহযোগিতা করবেন যাতে আনন্দের অনুষ্ঠান বিষাদে পরিণত না হয়ে যায়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যে অনুষ্ঠান উদীচী করেছে সেখানে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো তার দায়-দায়িত্ব কে নিতো-এ প্রশ্ন রেখে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা মনে করি নিয়ম বা নির্দেশ না মেনে অনুষ্ঠান যারা করবেন তাদেরকেই সেই দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে যথাযথভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয় উল্লেখ করে এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা ব্যবস্থা করেছে। তাঁর সরকারের সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ সালে বাংলাদেশের ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’-কে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

#

ইফতেখার/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪১৯৪

**বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে নতুন এক অশনি সংকেত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, ‘বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে নতুন এক অশনি সংকেত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে পশুপাখির মধ্যেও এটি বিস্তার লাভ করেছে।’ বৈশ্বিক স্বাস্থ্যখাতের এই হুমকি মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি সকল খাতকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বিষয়ক গ্লোবাল লিডার্স গ্রুপের কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।’

ব্র্যাকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সার, সার্ভিক্যাল ক্যান্সার বা জরায়ুমুখ ক্যান্সার ও হাইপারটেনশনের মতো বিষয়গুলোতে আরো বেশি সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। একজন ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী যখন চিকিৎসকের কাছে আসেন, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। অথচ, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় হলে তা অনেকাংশেই নিরাময়যোগ্য। একইভাবে গ্রামাঞ্চলে অনেক ঠোঁটকাটা, তালুকাটা রোগী ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তারা সঠিক চিকিৎসা পায় না।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে স্বাস্থ্যখাতে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজগুলো করলে মানুষ উপকৃত হবে।’ এ প্রসঙ্গে তিনি শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এবং ব্র্যাক লিম্ব অ্যান্ড ব্রেস সেন্টার (বিএলবিসি) পরিকল্পিত ও পরিচালিত কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপন চিকিৎসাকেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘এর মাধ্যমে অনেক মানুষ কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুবিধা পাচ্ছেন।’ মানুষের কল্যাণে বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় এমন আরো অনেক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

‘ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন এসব কথা বলেছেন। সোমবার, ১৫ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ঢাকার মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা বলেন, ‘স্বাস্থ্যখাতে সরকারের কাজে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতা করে আসছে, তাদের মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। তবে এসব কাজে ধারাবাহিকতা ধরে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। কোনো একটা কর্মসূচি বা প্রকল্প হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া অবাঞ্চিত। তাই প্রকল্প শুরু করার সময়ই একটি প্রস্থান পরিকল্পনা সঠিকভাবে ডিজাইন করা গুরুত্বপূর্ণ।’ ব্র্যাক যেভাবে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে সেটা অব্যাহত থাকলে মানুষ উপকৃত হবে। চরের পাশাপাশি হাওড় অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

#

পবন/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪১৯৩

**এমন কোনো ঈদ নেই যেদিন আমি হাসপাতালে যাইনি**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, মন্ত্রী হওয়ার আগেও আমি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। এমন কোনো ঈদ নেই যেদিন আমি হাসপাতালে যাইনি। এমন কোনো দুর্গাপূজা নেই যেদিন আমি হাসপাতালে যাইনি। আমি আগে হাসপাতালে যেতাম, হাসপাতাল থেকে আমি উৎসবে যেতাম। এই চিন্তা থেকেই আমি এবারও ঈদের ছুটিতে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছি। যাতে কর্তব্যরত ডাক্তার নার্সরা আমাকে দেখে উৎসাহ পান। সেবা নিতে আসা রোগীরা চিকিৎসা পান।

আজ দীর্ঘ ঈদের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ঈদ ছুটিতে আমি প্রতিদিনই হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছি। আমি প্রতিটা হাসপাতালে ডাক্তার নার্সদের পেয়েছি। সিনিয়র কনসালটেন্টদেরও পেয়েছি। আমি মনে করি, এই ঈদ এবং নববর্ষের বিশাল ছুটিতে সমগ্র বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবায় কোনো অসুবিধা হয়নি। হাসপাতালের কার্যক্রমও ভালোভাবে চলেছে।

সচিবালয়ের সভাকক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আজিজুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘ঈদের এই দীর্ঘ ছুটিতে আমরা চেষ্টা করেছি শুধু ঢাকা শহরে নয়, প্রতিটা প্রান্তিক জনগণ যেন চিকিৎসা সেবা পান তার জন্য আমরা প্রতিটা হাসপাতালের পরিচালকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছি, সেজন্য কোথাও থেকে কোনো অভিযোগ আসেনি বলে আমি মনে করি, এই ছুটিতে প্রান্তিক মানুষও সঠিক স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন।’

সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসারত সাবেক সিভিল সার্জন ডা. দীন মোহাম্মদসহ প্রতিষ্ঠানটিতে চিকিৎসা নিতে আসা বিভিন্ন রোগীদের চিকিৎসা সেবা পরিদর্শন করেন।

#

পবন/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৯২

**অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে পটকা ও আতশবাজীসহ বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ**

**- ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন**

ময়মনসিংহ, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল):

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে আগামীকাল ময়মনসিংহ শহরের বেগুনবাড়ী ঘাট, জেলখানাঘাট, বালুরঘাট, ইসকন মন্দির সংলগ্ন ঘাট, কাচারিঘাট ও থানাঘাট এলাকায় পুণ্যার্থীদের স্নান শুরু হবে। কাচারিঘাটে ঐতিহ্যবাহী খেলনার মেলা বসবে। এ উপলক্ষ্যে এ সকল এলাকায় পটকা ফোটানো, বাজী পুড়ানো, আতশবাজীসহ সকল প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি ও ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন।

অষ্টমি তিথিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পুণ্যস্নান ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতিমূলক সভায় এ সিন্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ ও এর আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে আসেন। স্নান উপলক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন ও স্নান উৎসব কমিটি। আগামীকাল দিনব্যাপী স্নানোৎসব চলবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দেশের আবহমান ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ময়মনসিংহ জেলায় আসন্ন অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পুণ্যস্নান সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন করা হবে। সাধারণ, গুরুত্বপূর্ণ ও অতিগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অষ্টমী স্নানের সকল ঘাটের নদীর দু’পাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও র‌্যাব মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ স্নানঘাট নির্মাণ করা হবে। স্নানঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক মহিলা পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী মহিলা নিয়োগ দেওয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত হয়। সন্ধ্যা ও রাতে নারী ও শিশুসহ সকলের নিরাপদনির্বিগ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক টহল পুলিশ মোতায়েন করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা এবং পবিত্রতা রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ও আয়োজকবৃন্দ ব্যাজসহ নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পাপমোচনের আশায় ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে আসেন।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#

হুদা/রবি/সুবর্ণা/কলি/মানসুরা/২০২৪/১৫১৫

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১৯১

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল):

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হবে। সকাল ৯ টায় মুজিবনগরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এবং মুজিবনগরের আম্রকাননে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, স্কাউটস, গার্লস গাইড ও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গার্ড অব অনার প্রদান করবে এবং বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল ১০ টায় মুজিবনগরে গীতিনাট্য ‘সোনালী স্বপ্নের দেশ’ প্রদর্শিত হবে। সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে মুজিবনগরের শেখ হাসিনা মঞ্চে এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় মিনিট মুজিবনগর-মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান শেষে লেজার শো দেখানো ও আতশ বাজি ফুটানো হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দেবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বেতার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় সরকারি ছুটি থাকবে। ঢাকা ও মুজিবনগরে এ দিবস উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ভবনে আলোকসজ্জা এবং সড়কদ্বীপ জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা ও মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে কর্মসূচি পালন করা হবে।

#

এনায়েত/রবি/সুবর্ণা/আসমা/২০২৪/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪১৯০

**স্মার্ট মন্ত্রণালয় তৈরি করতে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে**

**- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করে মন্ত্রণালয়ের সুনাম বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেস্টায় দ্রুত সময়ে একটি স্মার্ট মন্ত্রণালয় তৈরি করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এসব কথা বলেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুর রহমান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সমৃদ্ধ দেশ গড়তে প্রবাসী কর্মীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি করে তিনি আরো বলেন, কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আধুনিক ও যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

#

সৈকত/রবি/সুবর্ণা/আসমা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৯

**অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে বাংলা নববর্ষ-১৪৩১** **উদ্‌যাপিত**

অটোয়া (কানাডা), ১৫ এপ্রিল :

কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে গতকাল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পহেলা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিলনায়তনে কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ পহেলা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। এরপর হাইকমিশনার তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

পরে উপস্থিত সকলে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে হাইকমিশন আয়োজিত একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর বাংলাদেশি-কানাডিয়ানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

মিশন অটোয়া/রবি/সুবর্ণা/কলি/মানসুরা/২০২৪/১০১০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৮

**লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘বাংলা নববর্ষ ১৪৩১’ উদ্‌যাপিত**

লিসবন (পর্তুগাল), ১৫ এপ্রিল :

পর্তুগালের লিসবনে গতকাল বাংলাদেশ দূতাবাসে আনন্দঘন পরিবেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘বাংলা নববর্ষ ১৪৩১’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য দূতাবাস চত্বরকে বর্ণিল আলপনা, মোটিফ, বেলুন, ফেস্টুন, পোস্টার, ফুল দিয়ে সাজানো হয় যা দূতাবাস প্রাঙ্গণকে এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত করে। প্রবাসী বাংলাদেশি, বিভিন্ন মিশনের কূটনীতিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, বিদেশী শিক্ষার্থী, মিডিয়া কর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মিশনের সকল সদস্য ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঐতিহ্যবাহী রঙিন পোশাকে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেন।

ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষের কর্মসূচির সূচনা হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলেই যুদ্ধ ও সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এরপর রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

পরে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এছাড়া, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, হস্তশিল্প, জামদানী ও মনিপুরী শাড়ি এবং পান্তা-ইলিশসহ বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশী খাবারের স্টল স্থাপন করা হয়। নাচ, গান ও দেশীয় খাবার উপভোগের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ একটি উৎসবমুখর দিন উদ্‌যাপন করা হয়।

#

মিশন লিসবন/রবি/সুবর্ণা/কলি/মানসুরা/২০২৪/১০০০